EST BENGAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PURTA BHAVAN (2ND FLOOR)
BLOCK-DF, SECTOR-I, SALT LAKE,
KOLKATA-700 091
PHONE: 2337-2655, FAX: 2337-9633
E-mail: wbhrc8@bsnl.in

Ref. No. 332/WBHRC/COM/360/15-16 Date: 16.07.15

From : Shri Nirmal Chandra Sarkar,
Assistant Secretary.

To : The Superintendent of Police,
Hooghly,
P.O. Chinsurah,
Dist. - Hooghly.

Sub : News item dated 16.07.15 published in "Bartaman"

Sir,

I am directed to send herewith a copy of the News item dated 16.07.15 published in "Bartaman", a Bengali daily and to inform you that the West Bengal Human Rights Commission has passed an order directing you to enquire into the matter and submit report within four weeks.

You are, therefore, requested to submit the report accordingly.

Yours faithfully,
16.7.15
Assistant Secretary.

o/c

Ho'ble Member, Pls see for an remedy 16/7/2015 Call for report from S.P. Hoogly 16/7/15

কলকাতা ও শহরতলি

[৮] ১৬ জুলাই ২০১৫ বর্তমান

শিক্ষককে টাটা বলায় চেলাকাঠ দিয়ে মার ছাত্রকে

বিএনএ, চুঁচুড়া: স্কুল ছুটির পর সহপাঠীদের সঙ্গে শিক্ষককে টাটা বাই বাই করায় ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রকে মিড ডে মিলের কাঠ দিয়ে বেধড়ক পেটানোর অভিযোগ উঠল শিক্ষকের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বিকালে শ্রীরামপুরের মাহেশ উচ্চ বিদ্যালয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। শিক্ষকের মারে গুরুতর জখম অবস্থায় স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় নামে ওই ছাত্রকে প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকরা তাকে উদ্ধার করে ওয়ালশ হাসপাতালে পাঠান। ঘটনার খবর পেয়ে স্নেহাশিসের পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে ছুটে যান। বুধবার তার মা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও শ্রীরামপুর থানায় অভিযুক্ত শিক্ষক সুগত মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ প্রসঙ্গে ইংরেজির ওই শিক্ষক সুগতবাবু কিছু বলবেন না বলে জানিয়ে দেন। তবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সোমনাথ দত্ত শর্মা বলেন, ওই ছাত্রের পরিবারের তরফে অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি স্কুল পরিচালন সমিতিসহ কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। পাশাপাশি ঠিক কী কারণে উনি এই আচরণ করেছেন তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

স্কুল ও জখম ছাত্রের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুল ছুটির পর ক্লাস থেকে বেরোনোর সময়ে সে সহপাঠীদের মতোই ইংরেজির শিক্ষক সুগতবাবুকে টাটা বাইবাই করে। এরপর হঠাৎ করেই ওই শিক্ষক ষষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্রের কাছে তাড়া করে যান। সামনে পড়ে থাকা মিড ডে মিলের রান্নার একটি কাঠ তুলে নিয়ে বেধড়ক মার দেন। তাতে স্নেহাশিস কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এই ঘটনা দেখে তার সহপাঠীরা ছুটে স্কুলের স্টাফরুমে গিয়ে অন্য শিক্ষকদের জানায়। এরপরেই তাঁরা এসে ওই ছাত্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভরতি করে অভিভাবককে খবর দেন। জখম ছাত্রের মা রত্না গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ওই শিক্ষকের মারের চোটে আমার ছেলের কোমর ও শিরদাঁড়ায় জোর আঘাত লেগেছে। হাঁটাচলা তো দূরের কথা, ছেলে উঠে দাঁড়াতেও পারছে না। তিনি বলেন, শিক্ষকরা স্কুলে ছাত্রদের অবশ্যই শাসন করবেন। তাই বলে টাটা বাইবাই করার জন্য কাউকে মেরে পঙ্গু করে দেবেন? কেন ওই শিক্ষক আমার ছেলের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ করেছেন তা জানার জন্য এদিন স্কুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু অভিযুক্ত শিক্ষক কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তাই ওনার শাস্তির দাবিতে বাধ্য হয়েই শ্রীরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে বাধ্য হয়েছি।